যুগান্তর
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩

চার বছরের অনার্সের পর মাস্টার্স কোর্স বাধ্যতামূলক করা হবে কিনা তা নিয়ে

ঢাবিতে বিতর্কের ঝড়

মুসতাক আহমদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছরের অনার্স কোর্সকে প্রফেশনাল ডিগ্রি ঘোষণা এবং মাস্টার্স কোর্স বাধ্যতামূলক থাকবে কিনা তা নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ শিক্ষক চান বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা মেডিকেলের মতো ছাত্রছাত্রীরা শুধু চার বছরের অনার্স কোর্স সম্পন্ন করেই কর্মজীবনে প্রবেশ করুক। এজন্য অনার্স কোর্সকে প্রফেশনাল বা টারমিনাল ডিগ্রি ঘোষণা করা হোক আর মাস্টার্সকে সিলেকটিভ বা গবেষণামূলক করা হোক। ইতিমধ্যে বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও ফার্মাসি অনুষদ থেকে সর্বসম্মতভাবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কিন্তু কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ মাস্টার্স কোর্সকে বাধ্যতামূলক করা এবং অনার্সকে টারমিনাল কোর্স ঘোষণার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।

আজ একাডেমিক পরিষদের সভা

বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা এবং দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের কথা বিবেচনা না করেই আন্তর্জাতিক অনার্স কোর্সের মেয়াদ অনুসরণ করে ১৯৯৬ সালে একাডেমিক কাউন্সিলে ৩ বছরের পরিবর্তে চার বছরের অনার্স কোর্স চালু এবং মাস্টার্সকে এক বছর করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সে অনুযায়ী ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিভিন্ন অনুষদে চার বছরের অনার্স কোর্স চালু হয়। কিন্তু কোন ধরনের পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া ঘটা করে চার বছরের অনার্স চালুর কারণে পরের বছরই দেখা দেয় শিক্ষক সংকট। বিষয়টি তদন্ত করে শিক্ষকের নতুন পদ সৃষ্টি ও খণ্ডকালীন শিক্ষকের পদ সৃষ্টির জন্য ওই বছরই সেপ্টেম্বর মাসের একাডেমিক পরিষদের এক সভায় একটি কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটি রিপোর্ট পেশ করলেও আজ পর্যন্ত বাড়তি শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ একাডেমিক পরিষদে পাস হয়নি। বিতর্ক : পৃষ্ঠা : ১৩ কলাম : ৮

বিতর্ক : ঢাবিতে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

এমনকি চার বছরের অনার্স কোর্সের নিয়মাবলী আজ পর্যন্ত একাডেমিক পরিষদ প্রণয়ন করতে পারেনি। যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে নেমে এসেছে নেতিবাচক প্রভাব। এক বছরের অনার্স শেষ করতে সময় লাগে দেড় বছর। এ সমস্যা কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদেই প্রকট। উদ্ভূত এ সমস্যার প্রেক্ষাপটে জীববিজ্ঞান অনুষদ ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চার বছর মেয়াদি অনার্সকে পূর্বতম মাস্টার্স এবং এর আওতায় ডিগ্রিধারীদের এমফিল বা পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির যোগ্য করার জন্য একাডেমিক পরিষদে আবেদন জানায়। যা গত ৩ নভেম্বর একাডেমিক পরিষদের নির্ধারিত সভায় এজেন্ডা আকারে উত্থাপন হলে এ নিয়ে শুরু হয় তুমুল বিতর্ক। এক পর্যায়ে উপাচার্য সভা স্থগিত করে এ ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে দেন। কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে আজ একাডেমিক পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে জানা গেছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ শিক্ষকরা চার বছর মেয়াদি অনার্সকে প্রফশনাল ডিগ্রি ঘোষণা করার পক্ষে মত দিয়েছেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে– এ ব্যবস্থায় অনার্স চালু হওয়ার পর চতুর্থ বর্ষে ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানের জন্য পাঠ্যসূচি হিসেবে পূর্বতম মাস্টার্সের সিলেবাসকে নিয়ে আসা হয়েছে। মাস্টার্সে সাধারণভাবে পাঠদানের জন্য এখন আর কিছু নেই, যা শিক্ষা দেয়া যায় তা গবেষণামূলক শিক্ষা। কিন্তু এ শিক্ষা সবার জন্য প্রয়োজন নেই।

এ ব্যাপারে দর্শন বিভাগের অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম বলেন, আমাদের সন্তানদের বুড়ো বানিয়ে চাকরির বয়স খাওয়ার অধিকার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নেই। অন্যান্য ব্যবস্থায় শিক্ষিতরা যদি বিএসসি পাস দিয়ে চাকরি লাভ করতে পারে তবে এদেরও সেই সুযোগ লাভের অধিকার আছে। মাস্টার্স একান্ত রাখতে হলেই তা হবে সিলেকটিভ এবং গবেষণানির্ভর। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, আমাদের গোড়াতেই ভুল হয়ে গেছে। ৪ বছরের অনার্স কোর্সের কোন দরকারই ছিল না। ৩ বছরের অনার্স দিয়ে যদি ভারত সারাবিশ্বে একাডেমিক সেক্টরে প্রভাবশালী প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, তবে আমাদের অসুবিধাটা ছিল কোথায়? প্রক্টর ড. এএসএম আতিকুর রহমান বলেন, আমাদের দেশে এইচএসসি পাস করলেই দেশের স্বাভাবিক সব কাজ করা সম্ভব। এমনিতেই উচ্চশিক্ষায় ছাত্রছাত্রীরা খরচ বহন করতে পারছে না। যার কারণে উচ্চশিক্ষার মান কমছে। তার ওপর মাস্টার্স কোর্স বাধ্যতামূলক কল্যাণকর হবে না।

উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ বলেন, সার্বিকভাবে যাতে কল্যাণকর হয়, এমন একটি সিদ্ধান্ত আমরা আজ একাডেমিক পরিষদের সভায় নেয়ার চেষ্টা করব।